গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত থিমেটিক ক্লাস্টারের সভায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনার বিষয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টার কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২৭/০৩/২০১৯ খ্রি:
সময় : সকাল ৩.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের মিনি সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা" ক্লাস্টার কমিটির উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি মোতাবেক সকলকে আলোচনায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সরবরাহ) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এ ক্লাস্টার কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভার সিদ্ধান্তসমূহ পড়ে শুনান। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, গত সভায় (১৩.১২.১৮ খ্রি:) সভায় জেলেদের ভিজিএফ এর বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নেতৃত্বে অর্থ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (ত্রাক-১) জনাব সৈয়দ মোঃ নবুল বাসির বলেন যে, এখনও সভা করা হয়নি, অতিশীঘ্রই সভা করা হবে।

৩। জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন (যুগ্মসচিব) উল্লেখ করেন যে, বিশেষ ভিজিএফ কার্যক্রমের আওতায় জাটকা ধরা নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রজননকালে কাপ্তাই হ্রদ ও হালদা নদীর মাছ ধরা বন্ধ কার্যক্রম ও ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের সময় মৎস্যজীবী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বাবদ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। ফলে জেলেরা স্বত:প্রবৃত্ত হয় জাটকা ও প্রজননক্ষম ইলিশ আহরণের বিরত থাকে। এতে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রতি বছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ আহরণে বিরত থাকা জেলেদের

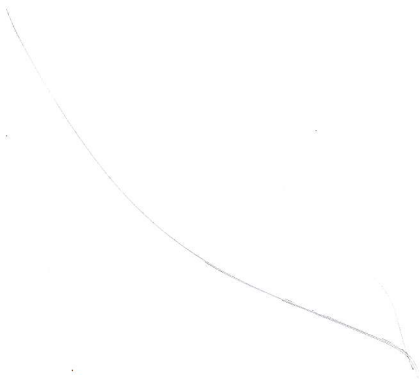

মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্যজীবী পরিবার সদস্যকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়। তিনি জানান যে, সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রতিটি জেলে পরিবারের জন্য মাসিক ৪০ কেজি হারে (২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন) ৫.১৬ লক্ষ পরিবারের জন্য ৪৪.৭২০ মে.টন চালের সংস্থানের নিমিত্ত খাদ্য পরিকল্পনা পরিধারণ কমিটির সভায় উত্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (সরবরাহ) জানান যে, ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে এফ.পি.এম.সির সভায় বিষয়টি আলোচ্যসুচিতে রাখা হয়েছে। এফ.পি.এম.সির সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্য সরবরাহের পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদানের লক্ষে একটি কর্মশালার আয়োজন করার আবশ্যকতা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভায় উত্থাপিত হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের সকলকে নিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভাব্য কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন। সভায় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি লীড মন্ত্রণালয় হিসাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভিজিএফ কর্মসূচির বিষয়ে ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিআকর্ষণ করে বাজেট বাড়ানোর প্রস্তাব দিলে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, বাজেট বরাদ্দের সুযোগ নেই। তবে তারা স্বতঃফূর্তভাবে কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে আলাদাভাবে তাদের অনুকুলে বাজেট চাইতে পারে । এতে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সুষ্টি হবে। তেমনিভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে ভিজিএফ চালাতে পারে।

৫। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে হাস্কিং মিলে কর্মরত দু:স্থ মহিলাদের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তা তালিকায় ভোক্তা অন্তর্ভূক্তির সময়ে অগ্রাধিকার প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করবে বলে খাদ্য অধিদপ্তর জানান। ইতোমধ্যে তারা সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তবায়নের জন্য পত্র প্রদান করেছে। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, তাদের মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের পরিমাণ ৬০% করা যায় কিনা সেই বিষয়ে কার্যক্রম চলছে।

৬। দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি থেকে কুড়িগ্রাম জেলার সদর, ফুলবাড়ি উপজেলা, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর ও সরাইল, লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ, বরগুনা জেলার বামনা, গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর, ফরিদপুর জেলার

ফরিদপুর সদর এ ১০টি উপজেলার খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে বিতরণযোগ্য চালে ফর্টিফাইড কার্ণেল মিশ্রণপূর্বক বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) কর্তৃক সম্প্রতি আরো ১১টি উপজেলায় যথা: ঢাকা জেলার সাভার, গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ, খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি, রাজশাহী জেলার পুটিয়া, ভোলা জেলার ভোলা সদর ও দৌলতখান, ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া, হবিগন্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা ও নওগাঁ জেলার নিয়ামিতপুর এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়া খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে এনআই (Nutrition International) ৩টি উপজেলায় এ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এগুলো হলো ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া, খুলনা জেলার দিঘলিয়া এবং কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলা।

০৭। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন জানান যে, ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ৩৫টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ৯৬ টি উপজেলা এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ হয়েছে।

০৮। সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, ওএমসএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি প্রয়োজনের নিরীখে চলমান রয়েছে। দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলার ৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মাত্র ৮০ টাকা মূল্যে পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির স্লোগান "পর্যাপ্ত খাদ্য সংরক্ষণ, দুর্যোগে নিরাপদ জীবন"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঝালকাঠি জেলার সদর, কাঠালিয়া ও নলছিটি উপজেলায় পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম গত ০৬/০৫/২০১৮ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেছেন। ইতোমধ্যে ১২টি জেলার ৩৯ টি উপজেলায় ২,৮৪,৭৩৮ টি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। জুন/২০২০ এর মধ্যে ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

০৯। সারাদেশে ৫০ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবারকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা চলমান আছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ পরিবার থেকে আরো বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কিনা; সভাপতির এই প্রশ্নের জবাবে সবাই এক বাক্যে বলেন যে, দেশ যেহেতু উন্নতির দিকে যাচ্ছে হত দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে সেহেতু উপকারভোগীর সংখ্যা এ পর্যায়ে বাড়ানোর কোন যৌক্তিকতা নেই।

১০। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) জেলেদের মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে নিয়োজিত প্রতিটি জেলে পরিবারের জন্য মাসিক ৪০ কেজি হারে (২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন) ৫.১৬ লক্ষ পরিবারের জন্য ৪৪.৭২০ মে.টন চালের সংস্থানের নিমিত্ত খাদ্য পরিকল্পনা পরিধারণ কমিটির ২৮/০৩/২০১৯ এফ.পি.এম.সির সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্য সরবরাহের পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদান করা যায় কি না এ বিষয়ে পরবর্তী সভার পূর্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করবে। উক্ত কর্মশালায় খাদ্য অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের রাখা যেতে পারে।

(গ) "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টার" এর অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ কর্তৃক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি লীড মন্ত্রণালয় হিসাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক্লাস্টার কমিটির সভার পূর্বেই এ তথ্য দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

(ঘ) আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল পরিবার সাইক্লোন বা বন্যা কবলিত এলাকায় বসবাস করে এরুপ দরিদ্র জনগোষ্ঠির খাদ্য সংরক্ষণের সুবিধার্থে পারিবারিক সাইলো বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

১১। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

(মোঃ ওমর ফারুক)
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়